কলকাতার কথা কলকাতার ব্যথা

বণ দাস

কলকাতা আবার কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে কিনা বলা মুশকিল, তবে কলকাতা নিয়ে শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী রাজনীতিক মায় স াধারণ মানুষের তর্কবিতর্ক, আলাপ - আলোচনা, হৈচৈ কোন নতুন ব্যাপার নয়। হৈচৈ -র দ্বিতীয় নামই বোধহয় কলকাতা। আসলে অভিযোগ অনুযোগ বিরক্তি আর স্বপ্ন আবেগ ভালোবাসার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে কলকাতা নামটি। ভিন্নমুখি এই বৈশিষ্ট্যই সম্ভবত স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছে কলকাতাকে। সংবাদ মাধ্যমের শিরোনামে তাই কলকাতা এসেছে বারবার এবং লেখা বাহুল্য, ভারতসহ পৃথিবীর অন্য কোন শহরই বোধহয় কলকাতার মতো এতটা আলোচিত কিংবা সমালোচিত নয়।

'কলকাতা তোরণ' তৈরি নিয়ে পুরসভা ও রাজ্য সরকারের মধ্যে বিরোধ কলকাতাকে আবার সংবাদ মাধ্যমের শিরোনামে এনেছে। মধ্য জুনে (১৮ জুন, ২০০৩) হিন্দুস্তান টাইমস - এর 'ফর এ বেটার কলকাতা' কলমে অভিনয় জীবনের ৫০ বছর পেনো অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় কলকাতার 'ড্র ব্যাকস' নিয়ে বিশদ আলোচনার শেষে কলকাতাবাসীকে আরও 'শৃঙ্খলা পরায়ণ' হবার জন্য আবেদন জানান। বাংলা কাগজে এমন মন্তব্য করলে সংশ্লিষ্ট পত্রিকার জনমত বিভাগে সাবিত্রী দেবীকে তুলোধুনো করে অসংখ্য চিঠিপত্র বেতো নিশ্চিত। এমন কি, কলকাতাকে 'অপমান' করার জন্য আচমকা আরও একটা বাংলা বন্ধ না হোক কলকাতা বন্ধ ড াকাও বিচিত্র ছিল না।

কলকাতাকে দুঃস্বপ্নের নগরী, মিছিল নগরী, মুমূর্ষু শহর কিংবা অপরিচ্ছন্ন নগরী বলায় বিভিন্ন সময়ে ঝড় উঠেছে কলকাতায়। সংব াদ মাধ্যমে তো বটেই বাসে - ট্রামে, ট্রেনে, এমন কি, অফিস কাছারি এবং রাস্তাঘাটেও কলকাতার এই অপবিশেষণ নিয়ে আমরা কমক্ষোভ প্রকাশ করিনি। রাজ্যের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল কলকাতাবাসীর 'ন্যায্য' ক্ষোভকে ভিন্নমাত্রায় পৌঁছে দেবার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়েছিল এবং তারা প্রত্যাশিত লক্ষ্যে পৌঁছতে না পারলেও খানিকটা সফল হয়েছিল নিঃসন্দেহে।

বহুপঠিত দোমেনিক ল্যা পিয়ার - এ 'সিটি অব জয়' তথা আনন্দনগরীর পটভূমিকা এই কলকাতা। কলকাতাকে অপমান করা হয়েছে -- এই অজুহাতে সিটি অব জয় -এর স্যুটিং বানচাল করতেও পিছপা হইনি। এমন কি, আলোচ্য ছবিতে অভিনয় করার অভিযোগে বিশিষ্ট অভিনেত্রী শাবানা আজমীকে চূড়ান্ত হেনস্থা করতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিনি। শাবানার পিতার পছন্দের র াজনৈতিক দলটিই এই হেনস্থা - কান্ডারী ছিল সেদিন। কলকাতাবাসীর আবেগ ভালোবাসাকে মূলধন করে সিটি অব জয় - এর স্যুটিং বিরোধীতায় পথে নেমেছিল এ রাজ্যের শাসকদলের শাখা সংগঠন।

কলকাতাকে নিয়ে এই ধারাবাহিক বিরোধ বিতর্কের মাঝেই কলকাতার ৩০০ তম জন্মদিন পালনে এগিয়ে আসে সুতানুটি পরিষদ। ১৬৯০ সালের ২৪ আগস্টকে কলকাতার জন্মদিন ধরে কলকাতা পুরসভা শহ শহরের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বর্ণময় আয়োজন করে বছরব্যাপী। আবার সংবাদ মাধ্যমের শিরোনামে কলকাতা। সরকারি বেসরকারি ভবনের গায়ে, রাস্তার সাইনবোর্ডে, হোডিং -এ এবং বাসে ট্রামে ট্রেনে 'কলকাতা ৩০০' পোষ্টার লিফলেট। শহর ও শহরতলির পুজো মন্ডপে জন্মোৎসবের বর্ণময় 'ইতিহাস নির্ভর' চিত্রও লেখা। আলোর রোশানাইতেও জন্মোৎসবের জাঁকজমক ও উত্তেজনা।

জন্মদিনের রেশ ভালোভাবে কাটতে না কাটতেই কলকাতার ভাগ্যে জুটলো 'এ-১' শহরের শিরোপা। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কলকাতার এই মর্যাদা ছিনিয়ে আনার কৃতিত্ব নিয়ে রাজ্যের শাসক ও বিরোধী দলের মধ্যে পারস্পরিক কাজিয়া কলকাতাকে এনেছে আবার সংবাদ মাধ্যমের শিরোনামে। যিনি এ-১ শহরের সামান্যতম সুবিধে পাবার যোগ্য নন -- তিনিও দেখেছি রীতিমত গর্বিত। কলকাতার এই নতুন সম্মান প্রাপ্তিতে কলকাতা ছিল উদ্বেলিত।

এবার এলো শহরের সাবেকি নাম পাল্টানোর পালা। কলকাতা না ক্যালকাটা -- স্বদেশী - বিদেশীদের এই গোলমেলে ব্যাপার নিয়েও কম ঝামেলার মুখোমুখি হতে হয়নি কলকাতাবাসীদের। অবশেষে দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর রাজ্য কতিপয় বামপন্থী লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে শাসকদল আনুষ্ঠানিকভাবে ক্যালকাটাকে কলকাতায় টেনে নামাতে সক্ষম হন। আনন্দবাজ ার ও তারকার্যনির্বাহী সম্পাদক সুমন চট্টোপপাধ্যায় এই নিয়ে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে লাগাতার তির্যক মন্তব্য করায় কলকাতা আবার এসেছে সংবাদের শিরোনামে।

এরপরেই কলকাতা হাইকোর্টের এক ঐতিহাসিক রায়ে প্রচারের আলো আবার কলকাতার গায়ে। সাবর্ণ চৌধুরীদের আবেদনক্রমে

দীর্ঘ শুনানির পর বিচারপতিরা কলকাতাকে আক্ষরিক অর্থেই অনাথ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ জোব চার্ণক আর কলকাতার জনক নন। এমনকি, কলকাতার নির্দিষ্ট কোন জন্ম তারিখও নেই। কিন্তু পিছিয়ে নেই কলকাতার কতিপয় প্রাবন্ধিক। তাঁরা জোব চার্নকের প্রতি এতটা কঠোর হতে নিমরাজি। কলকাতা হাইকোর্ট নির্বাচিত বিশেষজ্ঞ কমিটির (নিমাইসাধন বসু, বণ দে, অণকুমার দাশগুপ্ত, সুনীল চৌধুরী ও প্রদীপ সিন্‌হা) পেশ করা যুক্তি, তথ্য ও নথিপত্রের সামগ্রিক বিরোধিতা করার উপযুক্ত রসদ খুঁজে পেলেও জোব চ ার্ণককে জন্মদাতা না হোক অন্ততঃ পালকপিতা হিসেবে চিহ্নিত করতে তৎপর এই কতিপয় প্রাবন্ধিক।

কিন্তু মুশকিল হল, কলকাতা হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায়ের আগেই আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার (এ এস আই) দমদমের ক্লাইভ হাউসের মাঠে তিন দফায় খননকার্য ও তথ্য থেকে প্রাপ্ত 'বিস্ময়কর' জিনিসপত্র এক ধাক্কায় জোব চার্ণককে অপ্রাসঙ্গি ক করে কলকাতার প্রবীণত্ব প্রায় সাতগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। এ এস আই -র মুখপাত্রের কথায়, 'কলকাতার ইতিহাসের দুটি ভাগ -- প্রথমটি দ্বিতীয় খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ থেকে দ্বাদশ খৃষ্টাব্দ। তারপর ছিল আড়াই'শ বছরের শূন্যতা। দ্বিতীয় পর্ব শু হয় পঞ্চদশ শতক থেকে, এখনও সেই পর্বই চলছে। অর্থাৎ এই আবিষ্কার অনুযায়ী কলকাতা প্রায় দু'হাজার বছরের পুরনো একটি জনপদ।

পুরনো জনপদ তো বটে। কিন্তু জনপদের পুরনো জনদের নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার লোকদেরই আজ বড় অভাব। মানচিত্র নির্দিষ্টভূখন্ড নিয়েই তো আর কলকাতা নয়। এখানকার জনজীবনের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে কলকাতার সামগ্রিক সমৃদ্ধি ও পূর্ণতা। সুতরাং কলকাতার ভালমন্দ, উত্থান পতন, তর্ক- বিতর্ক, সুখ - দুঃখ, আনন্দ - বেদনা সবকিছুর সঙ্গে কলকাতার মানুষের সার্বিক স ম্পৃক্তির দিকটিওসমানভাবে মনে রাখা দরকার। নাহলে কলকাতা নিয়ে আলোচনা সমালোচনা কিংবা মাতামাতির সবটাই অস ম্পূর্ণ থেকে যেতে বাধ্য।

কিন্তু মুশকিল হল, কলকাতা নিয়ে সংবাদ মাধ্যম কিংবা কলকাতাবাসীর একাংশ মাতামাতি করলেও কলকাতার সিংহভাগ সাবেকি বাসিন্দাদের সম্পর্কে এরা একেবারেই উদাসীন। খোদ কলকাতার পুরনো বাসিন্দারা ক্রমশ সংখ্যালঘু হয়ে যাচ্ছেন জেনেও আমর াকেমন যেন নির্লিপ্ত। পাছে প্রাদেশিকতা কিংবা আঞ্চলিকতার ছাপ মেরে দেয় -- এই ভয়েই আমরা যেন তটস্থ। তাই জাতীয়তা অ ান্তর্জাতিক নামক গালভরা সব শব্দ উচচারণ করে নিজেদের সর্বনাশ দ্রুত ডেকে আনছি। উদার ও প্রগতিশীল মানসিকতার মিথ্যে মোড়কে নিজেদের গুটিয়ে রাখতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি ক্রমশঃ।

সম্প্রতি এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, জীবনযুদ্ধের কঠিন লড়াইয়ে পিছু হটে কলকাতা ছেড়ে যেতে বাধ্য হচ্ছেন কলকাতার নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো। এ-১ শহরের জীবনযাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখার আর্থিক সঙ্গতি ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে এঁদের। পরিবর্তে খোদ কলকাতার দখল নিতে দ্রুত এগিয়ে আসছে 'কলকাত্তা' বলনেওয়ালা বহিরাগতরা। ভোটের স্বার্থে এ রাজ্যের শাসক দল কলকাতারসাবেক একশোটি ওয়ার্ডের সঙ্গে অতিরিত্ত নতুন একচল্লিশটি ওয়ার্ড যুত্ত না করলে কলকাতার মানচিত্র থেকে কলকাতার সাবেকি বাসিন্দারা সংখ্যালঘু হয়ে যেতেন। বেহালা যাদবপুর ও গার্ডেনরিচ কলকাতার মুখরক্ষা করেছে নিঃসন্দেহে।

পঞ্চাশের দশকের শুতে মফঃস্বলের মানুষ জি - রোজগারের সন্ধানে কলকাতায় ডেরা বাঁধতে শু করেছিল। কিন্তু শহরে কর্মসংস্থ ানের সুযোগ ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হওয়ার বর্তমানে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারগুলো কলকাতার বাইরে বাসস্থানের ব্যবস্থা করে নিচ্ছে। এছাড়া নববুই দশকের পর থেকেই প্রমোটাররাজের উত্থান কলকাতাবাসীদের জীবনে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এদের প্রলোভনে পা দিয়েছেন কলকাতার পুরনো বাড়ির মালিকেরা। ফলে এসব বাড়ির নিম্নমধ্যবিত্ত ভাড়াটেরা কলকাতা ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। কারণ নতুন বহুতলে আস্তানা গড়ার আর্থিক ক্ষমতা এঁদের নেই।

এই শূন্যতা ভরাটে এগিয়ে এসেছেন আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন ভিন্ রাজ্যের মানুষ। এছাড়া পুরনো ভাড়াটিয়াদের সঙ্গে দীর্ঘ তিত্তত ারসূত্রেও কলকাতার অনেক সাবেকি বাড়ির মালিক কলকাতা ত্যাগে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। পরন্তু নতুন প্রজন্মের অনেকেই উচচশিক্ষা কিংবা কর্মসূত্রে বিদেশে পাকাপাকিভাবে পাড়ি দেওয়ায় কলকাতার ঠিকানা স্বাভাবিকভাবেই মুছে যাচ্ছে। পারিবারিক ভাঙনও কলকাতার মানুষকে অন্যত্র আস্তানা গড়তে বাধ্য করেছে। এইবাবেই প্রিয়জনদের দূরে ঠেলে দেবার গোপন ব্যথা নিয়ে কলকাতা কঁ াদছে। তার এই ব্যথা কিংবা কান্না কোনদিন সংবাদ মাধ্যমের শিরোনাম হবার নয়। কলকাতার শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী কিংবা র াজনীতিকরাও কোনদিন কলকাতার এই গোপন ও সঙ্গত ব্যথাকে বোঝার চেষ্টা করেছেন কি? হৈচৈ আর মাতনের মধ্যেই আমরা কলকাতাকে বিচার করেছি বারবার। অথচ তার অন্তর্গত ক্ষয় ও ভাঙনের দিকটি আমাদের কখনও নজরে আসেনি।

অথচ উদারতা সহিষ্ণুতা ও সম্প্রীতির চাদর গায়ে দিয়ে আমরা কেমন বৌদ্ধিক নির্লিপ্ততায় মগ্ন। পাশের বাড়ির আগুন থেকে নিজের বাড়িকে রক্ষা করার জন্য ঘরের দরজা বন্ধ করতেই অভ্যস্ত আমরা। আমাদের এই মেকি উদারতা, সহিষ্ণুতা ও সম্প্রীতি কি পরোক্ষে কলকাতারই অনিবার্য ক্ষতি ডেকে আনছে না? কলকাতা নিয়ে আর কতদিন আমরা নিছক আলোচনা - সমালোচনা, তর্ক - বিতর্কের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকবে? কিংবা সংবাদ মাধ্যমের শিরোনামে কলকাতাকে দেখে আত্মসন্তুষ্টিতে ভুগবো? অপরের বিরূপ মন্তব্যে ঠোঁট ওল্টানো কিংবা তা থেকে রাজনৈতিক সুবিধে আদায়ের পরিবর্তে সংবেদনশীল মন নিয়ে কলকাতার মৌলিক সমস্যার দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। কলকাতার অন্তর্দ্বন্দ্ব, অন্তর্ক্ষয় ও অন্তর্ব্যথাকে বোঝা দরকার আজ সর্বাগ্রে। কলকাতার সাবেকি

চরিত্রটি যদি পাল্টে যায় তাহলে কলকাতাবাসীর গর্বের আর কি অবশিষ্ট রইলো?
কলকাতার হৃত গৌরব ও ঐতিহ্য ফিরে আসুক। আন্তর্জাতিকতার নামে আমরা কলকাতার অবাঞ্ছিত ধর্ষণ মেনে নিতে চাই না। কলকাতা কল্লোলিনী তিলোত্তমা না হলেও কলকাতা থাক কলকাতাতেই। নতুন শতকে কলকাতাকে আমরা পুরনো চরিত্রে ফিরে পেতেচাই।